তারিখ · 01 JUN 2017
পৃ· 2 ও 6 কলাম 1

দৈনিক
ইত্তেফাক

একই জনবল নিয়োগে আবার বিজ্ঞপ্তি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এটা চতুর্থ উদ্যোগ ● ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১২ এই তিন দফার নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল ● ১০২৫ জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

■ নিজামুল হক

২০০৪ সাল থেকে শুরু করা জনবল নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এই বিজ্ঞপ্তিতে ১০২৫ জনবল নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এসব জনবলের মধ্যে অফিস সহায়ক ৮৬৮ জন, নিরাপত্তা প্রহরী ৭৬ জন, মালী ৩৯ জন, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ৪১ জন ও ডেসপ্যাচ রাইডার ১ জন।

একই পদে নিয়োগের জন্য ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কারণে ক্ষুব্ধ আগের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা। এসব অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য, নিয়োগের জন্য তারা ১৩ বছর ধরে অপেক্ষা করছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। কিন্তু কোনো ঘোষণা না দিয়ে আগের সব প্রক্রিয়া বাতিল করা হলো। কামরুল ইসলাম নামে এক পরীক্ষার্থীর বক্তব্য, আমরা উচ্চ আদালতের যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছি, উত্তীর্ণ হয়েছি। পরীক্ষা সংক্রান্ত পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

একই জনবল নিয়োগে

২০ পৃষ্ঠার পর

কাজে অর্থ খরচ হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় আদালতে যাব।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ২০০৪ সালে প্রথমে চতুর্থ শ্রেণির ১৯৮টি রাজস্বভুক্ত পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এতে ২৩ হাজার ৩০২টি আবেদন জমা পড়ে। তখন নিয়োগের সব কার্যক্রম শেষ করেও নিয়োগ দেয়া হয়নি। চার বছর পর ২০০৮ সালে এসে ২০০৪ সালের ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়। পরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুসারে ২০০৪ সালের আবেদনকারীদের আবেদনপত্র বৈধ রেখে পুনরায় চতুর্থ শ্রেণির রাজস্বভুক্ত ৫০০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০০৪ সালে যারা আবেদন করেছেন, তাদের আর পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তখন নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সর্বমোট ৩৪ হাজার ৩০০টি আবেদন জমা পড়ে।

এদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার পর ১১টি ভাইবা বোর্ড গঠন করে ২০০৪ ও ২০০৮ সালের সব আবেদনকারীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার ভিত্তিতে উপস্থিত প্রার্থীদের মার্কিং করে কাগজপত্রাদি প্রস্তুত এবং সিলগালা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেনি। ২০১৩ সালের ১৩ নভেম্বর ২০০৮ সালের সব নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে। মন্ত্রণালয় আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিল না করে ২০১২ সালের আবেদনকারীদের সঙ্গে ২০০৪ ও ২০০৮ সালের প্রার্থীদের পুনরায় লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

সূত্র জানিয়েছে, ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করে ২০০৮ সালের বিজ্ঞপ্তির ৫০০টি পদ ছাড়া অবশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণির ৫২৫টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পুনরায় ২০১২ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এ দফায় ৮৭ হাজার ৯৬৯টি আবেদন জমা পড়ে। ২০১৩ সালের ২৩ জুলাই এমএলএসএস ও নৈশপ্রহরী পদে সারাদেশের ১০টি ভেন্যুতে জেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা এবং সুইপার ও মালি পদে শুধু মৌখিক পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়নি। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার ফল অধিদপ্তরের আলমারিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয় বলে অধিদপ্তর জানিয়েছে।

এরপর ২০১৪ সালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের এই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ট্রাঙ্কজাতকরণের সময় বিজি প্রেসে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। তখন অধিদপ্তরের পরিচালকের (প্রোগ্রাম), উপ-পরিচালক (সংগ্রহ ও বিতরণ) এবং সহকারী পরিচালক (তদন্ত ও শৃঙ্খলা) এই তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ মেলেনি।

তথ্য অনুযায়ী, পরীক্ষার সার্বিক বিষয়ে সুপারিশ দেয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ নবী হোসেন তালুকদারের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সকল কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইতিপূর্বে মালী ও সুইপার পদে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এবং এমএলএসএস (পরিবর্তিত নাম : অফিস সহায়ক) ও নৈশ প্রহরীর ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করে। বলা হয়, চতুর্থ শ্রেণির উল্লিখিত পদসমূহের প্রায় ২৫ শতাংশ আবেদনপত্র বিনষ্ট হয়েছে। তবে ডাটাবেজ এ আবেদনকারীদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।

তবে এই কমিটির কোনো মতামত না নিয়েই আগের প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কারণে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আগের চেয়ে পদের জনবল সংখ্যা বাড়ান হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, এটি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত। আমরা তা বাস্তবায়ন করছি।